তারিখ ... 09 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ......

কালের কণ্ঠ

স্কুল ব্যাংকিংয়ে হিসাব খোলা ৭৪ থেকে কমে ২ শতাংশে

- লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক স্কুল ব্যাংকিং চালুর সিদ্ধান্ত
- আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ

ডাচ্-বাংলা ও ইসলামী ব্যাংক এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

স্কুল ব্যাংকিংয়ে হিসাব খোলার হার ব্যাপকভাবে কমে আসায় লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নতুন নির্দেশনায় স্কুল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তফসিলি ব্যাংকের প্রতিটি শাখাকে বছরে ন্যূনতম একবার তার কর্মএলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই কর্মসূচি আগামী জানুয়ারির মধ্যেই শুরু করতে হবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিবেদন করতে হবে।

জানা গেছে, স্কুল ব্যাংকিংয়ের হিসাব খোলার প্রবৃদ্ধি ৭৪.৬ শতাংশ থেকে কমতে কমতে বর্তমানে ২.৩১ শতাংশে নেমে এসেছে। সম্প্রতি রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে (বিবিটিএ) আয়োজিত স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স ২০১৪-১৫-তে উপস্থাপিত তথ্য থেকে এ চিত্র পাওয়া গেছে। ওই অনুষ্ঠানে ২০১৩ থেকে ২০১৫-এর জুন পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিংয়ের সার্বিক তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফিন্যানশিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের যুগ্ম পরিচালক গোলাম মহিউদ্দীন।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যা ছিল দুই লাখ ৯৫ হাজার ৮৩২টি। ২০১৪-এর মার্চে ৭০ হাজার ৪৫২টি নতুন হিসাব যোগ হওয়ায় মোট হিসাব সংখ্যা হয় তিন লাখ ৬৬ হাজার ২৫৪টি; যেখানে প্রবৃদ্ধি হয় ২৩.৮ শতাংশ। ২০১৪-এর জুনে দুই লাখ ৭৩ হাজার ২১১টি নতুন হিসাব যুক্ত হয়ে মোট হিসাব সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় লাখ ৩৯ হাজার ৪৬৫টিতে; এখানে হিসাবের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৭৪.৬ শতাংশে।

এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে কমতে শুরু করে হিসাব খোলার হার। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে এ প্রবৃদ্ধি গিয়ে দাঁড়ায় ২৪.৩ শতাংশে। একই বছরের ডিসেম্বরে হয় ৬.৯৮ শতাংশ, ২০১৫-এর মার্চে ৪.২৩ শতাংশ এবং জুনে ১৭ হাজার ৮১৬টি নতুন হিসাব যুক্ত হয়ে মোট হিসাব সংখ্যা হয় ৯ লাখ ৪ হাজার ৬৫২টিতে; যেখানে প্রবৃদ্ধি নেমে আসে ২.৩১ শতাংশে।

চলতি বছরের জুন শেষে এই হিসাবগুলোতে সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬৭৮ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। এই সময়ে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বেসরকারি খাতের ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ও দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। এ অবস্থায় স্কুল ব্যাংকিং গতিশীল করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফিন্যানশিয়াল ইনক্লুশন বিভাগ থেকে জারি করা ওই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা ও পরিচালনার উদ্দেশে সব ব্যাংক নিজ ব্যাংকের জন্য একটি করে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে ফিন্যানশিয়াল ইনক্লুশন বিভাগের মহাব্যবস্থাপককে জানাতে হবে।

নির্দেশনায় আরো বলা হয়, তফসিলি ব্যাংকের প্রতিটি শাখা বছরে ন্যূনতম একবার তার কর্মএলাকার মধ্যে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ লক্ষ্যে সব ব্যাংক শিক্ষার্থীদের উপযোগী আর্থিক শিক্ষা উপকরণ (পুস্তিকা, লিফলেট) প্রস্তুত করবে। এই কর্মসূচি আগামী জানুয়ারির মধ্যেই শুরু করতে হবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিবেদন করতে হবে।

আগে দেওয়া এক নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি বা চার্জ গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় আর্থিকসেবা দেওয়ার বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম নিতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয় নতুন নির্দেশনায়। আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রচারও চালাতে বলা হয়েছে।

নির্দেশনায় আরো বলা হয়, ব্যাংকগুলো স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং আর্থিক শিক্ষা প্রসারে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাংকিং খোলা হবে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বিরতিতে (মাসে ন্যূনতম একবার) শিক্ষার্থীদের সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য ভ্রাম্যমাণ কাউন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের বেহাল চিত্র দেখে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীকে সতর্ক করে দেন ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর। তিনি বলেন, 'আমরা ১৮ বছরের নিচের সব শিক্ষার্থীকে এর আওতায় আনতে চাই। সবাই ঠিকমতো কাজ করলে আরো বেশি হিসাব খোলা যেত, আরো বেশি ডিপোজিট আসত। এখন থেকে প্রত্যেক ব্যাংককে এটা বাধ্যতামূলক করতে হবে।'

GPH
GPH ispat